যুগান্তর

তারিখ 31 JAN 2013
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

সহাবস্থানের দাবিতে উত্তপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

সহাবস্থানের দাবিতে তৃতীয় দিনের মত উত্তপ্ত ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। বুধবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ক্যাম্পাসের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। রাতভর ছাত্রলীগের পাহারা আর ছাত্রদলের বিভিন্ন প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশের চেষ্টায় সকাল থেকেই ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হতে থাকে। আর সঙ্গে যোগ হয় দুপুরের দিকে দোয়েল চত্বর এলাকায় জনতা ব্যাংকের কর্মচারী বহনের একটি দোতলা বাসে আগুন দেয়া ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা। এছাড়াও ছাত্রলীগের কর্মীদের হাতে শিবির ও ছাত্রদল কর্মী সন্দেহে ৪ জন শিক্ষার্থী আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। সবমিলিয়ে ক্যাম্পাসের সার্বিক ঘটনায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম আতংক বিরাজ করছে। অনেকেই হল ছেড়ে কয়েক দিনের জন্য বাসায় অবস্থান নিয়েছে। আর কোন কোন শিক্ষার্থীর অভিভাবক সন্তানদের ক্যাম্পাসে থাকতে বারণ করছেন।

বাসে আগুন, ককটেল বিস্ফোরণ, ছাত্রলীগের হামলায় আহত ৪

বাসে আগুন : টানা দু'দিন ৩০টি ককটেল বিস্ফোরণের পর এবার ক্যাম্পাসে দুর্বৃত্তরা একটি বাসে আগুন দিল। বুধবার দুপুর ২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিং পুলের সামনের রাস্তায় (দোয়েল চত্বর এলাকায়) বিআরটিসির একটি দোতলা বাসে এ আগুন লাগানো হয়। বাসটি জনতা ব্যাংকের কর্মচারীদের বহনের কাজে ব্যবহৃত হত বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে ডিএমপির রমনা জোনের উপ-পুলিশ কমিশনার সৈয়দ নূরুল ইসলাম তাদের পাওয়া তথ্য ও আলামত অনুযায়ী ছাত্রদলের কর্মীরাই এ কাজ করছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা বিআরটিসির ভাড়া বাসটিতে আগুন দেয়া হয়। তবে অগ্নিনির্বাপন কর্মীরা পৌঁছানোর আগেই বাসের চালক ও সহকারী সুইমিং পুল থেকে পানি এনে আগুন নিভিয়ে ফেলেন। তিনি বলেন, তারা মোটামুটি নিশ্চিত যে, বাসে আগুন ও ককটেল বিস্ফোরণ ছাত্রদলেরই কাজ। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি মোটরসাইকেলে এসে দুই যুবক বাসে আগুন লাগায়। এদিকে এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে রনী নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে শাহবাগ থানা পুলিশ।

ককটেল বিস্ফোরণ : সোম ও মঙ্গলবারের ন্যায় বুধবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকম্পিত হয়েছে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায়। দুপুরে কার্জন হল এলাকায় কে বা কারা প্রায় ৩টি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। ছাত্রলীগের অভিযোগ ছাত্রদলের কর্মীরাই ক্যাম্পাসে শান্ত পরিবেশ অশান্ত করতে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি মেহেদী হাসান মোল্লা ও সাধারণ সম্পাদক ওমর শরীফ যুগান্তরকে বলেন, ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরাই ক্যাম্পাসে ককটেল ফাটিয়ে ও আগুন লাগিয়ে পরিবেশ অস্থিতিশীল করতে চাচ্ছে। তারা বলেন, শিক্ষা-শান্তি-প্রগতির সংগঠন ছাত্রলীগ শান্ত ক্যাম্পাস কোনভাবেই অশান্ত হতে দিবে না। তাই যেখানেই ছাত্রদল কর্মীদের পাওয়া যাবে সেখানেই তাদের প্রতিহত করা হবে। কোন অছাত্র ও বিবাহিত ছাত্রদল নেতাদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

ছাত্রলীগের হামলায় আহত ৪ : টানা তৃতীয় দিনের মত সহিংসতায় বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা ছাত্রদল ও শিবির সন্দেহে ৩ শিক্ষার্থীকে মারধর করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্রদল নেতা হাবিবুল বাসারকে মারধর করে ছাত্রলীগ কর্মীরা। এরপর সাড়ে ১০টায় দেশ বাঁচাও-মানুষ বাঁচাও আন্দোলন নামে একটি সংগঠনের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রিপনকে মারধর করে ছাত্রলীগের কর্মীরা। আর বেলা ১১টায় মল চত্বরে শিবির সন্দেহে আবদুল্লাহ আল ফারুককে (৭ম সেমিস্টার, আরবি বিভাগ) মারধর করা হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে শাহবাগ থানা পুলিশের হাতে তুলে দেন। দুপুর একটায় এফ রহমান হলের সামনে ছাত্রদল সন্দেহে এক সাধারণ শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ছাত্রলীগের মহড়া : এদিকে ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের প্রবেশ রুখতে রাতভর ক্যাম্পাস পাহারা দিয়েছে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। যেকোন সময় ছাত্রদল ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার সন্ধ্যা থেকেই বিভিন্ন পয়েন্টে পাহারা বসায় ছাত্রলীগ। মঙ্গলবার রাতেও একইভাবে পাহারা জারি রাখে তারা। তবে গভীর রাতে এ পাহারা আরও জোরদার করা হয়। ক্যাম্পাসে যে কারও প্রবেশের ক্ষেত্রেই সতর্কতা অবলম্বন করে তারা। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাসহ বিশ্ববিদ্যালয় ও হল পর্যায়ের নেতারা নির্ঘুম রাত কাটান। এদিকে ছাত্রলীগের মহড়ায় নতুন করে যোগ দিয়েছে প্রায় অর্ধশত মোটরসাইকেল। বুধবার এসব মোটরসাইকেলে ছাত্রলীগ কর্মীদের ক্যাম্পাসের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে টহল দিতে দেখা যায়।

সাধারণ শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত : সোমবারের ও মঙ্গলবারের ৩০ ককটেল বিস্ফোরণ, ছাত্রলীগের মহড়া, ছাত্রদলের প্রবেশের চেষ্টা এবং পুলিশের কঠোর নিরাপত্তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত। সকালে টিএসসি এলাকায় বাস থেকে নেমে রায়ট কার ও পুলিশের সতর্ক অবস্থান দেখে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে হলে অবস্থানরত সাধারণ শিক্ষার্থীরাও আতংকে রয়েছেন। যে কোন সময় সংঘর্ষ হতে পারে এমন আশংকায় রয়েছেন তারা। অনেক শিক্ষার্থীই হল ছাড়তে শুরু করেছে।